"মুজিববর্ষের অঙ্গীকার
উন্নয়ন-অর্থায়নের উৎস হবে পুঁজিবাজার"

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

সূত্র নং- বিএসইসি/ সার্ভেইল্যান্স/মুখপাত্র(৫ম খন্ড)/২০১৯/৩৩৯ তারিখ: ১৪ অগ্রহায়ণ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

২৯ নভেম্বর, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

অদ্য ২৯ নভেম্বর ২০২২ তারিখ 'বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন' এবং 'বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ' এর যৌথ উদ্যোগে জাপানে আয়োজিত হয়েছে 'ইনভেস্টমেন্ট ফ্ল্যাশ মব'। জাপান এবং বাংলাদেশের গণ্যমান্যব্যক্তিবর্গ, বিনিয়োগকারীগণ এবং শিল্পপতি-ব্যবসায়ীরা টোকিওতে অবস্থিত ANA Intercontinental Hotel-এ অনুষ্ঠিতব্য এই প্রোগামে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি Hybrid form এ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ও জাপানের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে জাপানের টোকিওতে প্রোগ্রামটি আয়াজিত হয়েছে।
জাপানে অনুষ্ঠিত 'ইনভেস্টমেন্ট ফ্ল্যাশ মব' প্রোগ্রামটি শুরু হয় বাংলাদেশ সময় বিকাল ৪:৩০ টায়। অনুষ্ঠানের শুরুতে অনুষ্ঠান ও বিনিয়োগ বিষয়ে তথ্যচিত্র(অডিওভিজুয়াল) প্রদর্শন করা হয়। অডিওভিজুয়ালসমূহ প্রদর্শন শেষে জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে মূল অনুষ্ঠান পর্ব আরম্ভ হয়।

'ইনভেস্টমেন্ট ফ্ল্যাশ মব' অনুষ্ঠানের সভাপতি বিএসইসি'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম '50 Years of Bangladesh: The Rise of Bengal Tiger' শীর্ষক প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। ভূরাজনৈতিকভাবে দক্ষিন এশিয়ায় বাংলাদেশ কৌশলগত সুবিধাজনক অবস্থানের কথা উল্লেখ করেন তিনি। তিনি বাংলাদেশের মানবসম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ, ভূমি ও পানি সম্পদ এবং ধর্মীয়-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার দরুণ বাংলাদেশের উন্নয়নের অপার সম্ভাবনাময় দিকটি তুলে ধরেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে সোনার বাংলা গঠনের সূত্রপাত এবং তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে দুশ'তম অর্থনীতির দেশ থেকে তেতাল্লিশতম অর্থনীতির দেশে পরিণত হওয়ার অভাবনীয় সাফল্যের জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যার প্রশংসা করেন তিনি। এছাড়াও তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির ক্রমোন্নতি, দারিদ্র্য হ্রাস, শিশুমৃত্যু হ্রাস, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধিসহ নানা অর্জন এবং আন্তর্জাতিকভাবে এসকল অর্জনের ফলে এসডিজি প্রোগ্রেস অ্যাওয়ার্ড, চ্যাম্পিয়ন অব আর্থ ইত্যাদি স্বীকৃতির কথা তুলে ধরেন। তিনি বাংলাদেশ ও জাপানের ৫০ বছরের বন্ধুত্বের সম্পর্ক, বাংলাদেশে জাপানের বিনিয়োগসহ বাংলাদেশে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি(JICA)'র অবদানের কথা তুলে ধরেন। তিনি বাংলাদেশের বিস্ময়কর অর্থনৈতিক অগ্রগতি, প্রাযুক্তিক উন্নয়ন এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর তুলনায় মাথাপিছু আয়সহ সার্বিক অর্থনীতির উন্নয়নের তথ্য উপস্থাপন করেন। তিনি কোভিড-১৯ মোকাবিলায় বাংলাদেশের সাফল্যের কথা তুলে ধরে নিরাপদ বিনিয়োগের জন্য এদেশের সম্ভাবনার কথা আলোকপাত করেন। এছাড়াও তিনি বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের রিটার্ন, মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন এবং বিগত ১২ বছরে বাংলাদেশের বাজারে ক্যাপিটাল রেইজং এর উন্নতির চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের উজ্জ্বল ভবিষ্যত এবং অশেষ সম্ভাবনার কথা ব্যাখ্যা করে বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগ করে এই উন্নয়নের অংশীদার হওয়ার আহ্বান জানান।

'বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ' এর নির্বাহী চেয়ারম্যান জনাব লোকমান হোসেন মিয়া 'Foreign Direct Investment' শীর্ষক প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। তিনি তথ্যবহুল উপস্থাপনার জন্য বিএসইসি'র চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলামকে ধন্যবাদ জানান। তিনি জাপানের বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহ দেখানোর জন্য ধন্যবাদ জানান। তিনি বাংলাদেশের রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলো, অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো এবং হাইটেক পার্কগুলো নিয়ে কথা বলেন। তিনি বাংলাদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নানা সুযোগ-সুবিধার তথ্য তুলে ধরেন এবং 'বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ' বাংলাদেশের ব্যবসার পরিবেশ সংস্কারে কাজ করছে বলে জানান। তিনি বাংলাদেশে জাপানের প্রজেক্টসমূহ এবং এদেশে কাজ করা জাপানের বৃহৎ কোম্পানিগুলোর বিষয়ে কথা বলেন। তিনি জাপানী বিনিয়োগের প্রতি আগ্রহের কথা জানান এবং বাংলাদেশে জাপানের বিশ্বমানের প্রযুক্তি, উৎপাদনশীলতা ও ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন।

সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন, ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭
Phone (PABX) : +88-02-55007131-2 Fax : +88-02-55007106 E-mail : info@sec.gov.bd Web : www.sec.gov.bd

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন

বিএসইসি'র কমিশনার ড. শেখ শামসুদ্দিন আহমেদ 'Portfolio Investment Process' সংক্রান্ত প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। তিনি নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশী এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীরা কিভাবে সহজে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে পারেন সে বিষয়ে আলোচনা করেন। কিভাবে নন রেসিডেন্ট ইনভেস্টমেন্ট টাকা অ্যাকাউন্ট(NITA) এর মাধ্যমে বিনিয়োগ কার্যক্রম করা যায় এবং ট্রেড পরিচালনা করা যায় সে বিষয়টি তিনি ব্যাখ্যা করেন। এছাড়াও তিনি বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত আয়ের উপর অর্পিত কর নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি স্থানীয় ও নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশী বিনিয়োগকারী এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত আয়ের উপর অর্পিত করের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের বিভিন্ন প্রডাক্টগুলো নিয়ে কথা বলেন। তিনি বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে নন রেসিডেন্ট বাংলাদেশী বিনিয়োগকারী এবং বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য যেসব বিশেষ প্রণোদনা আছে সেগুলোর বিষয়ে আলোকপাত করে বিনিয়োগকারীদের বাংলাদেশের পুঁজিবাজারের বিনিয়োগ করতে অনুরোধ করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাপানের বাংলাদেশ দূতাবাসের মহামান্য রাষ্ট্রদূত(Ambassador) জনাব শাহাবুদ্দিন আহমেদ। তিনি বক্তব্যের শুরুতেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করেন এবং স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় গর্ব প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক-সামাজিক, স্বাস্থ্য, শিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন করেছে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের অভাবনীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও সাহসী নেতৃত্বের কারনে। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতির পিতার লিগাসীকে এগিয়ে নিয়েছেন। তিনি এবছরের ফ্রেব্রুয়ারীতে জাপান বাংলাদেশ ৫০ বছর সম্পর্কের পূর্তির উদযাপনকে স্মরন করেন। তিনি দুইদেশের সম্পর্ককে আরো জোরদার করার কথা বলেন। বিগত ৫০ বছরের অর্জন বাংলাদেশের মানুষের জন্য আগামী ৫০ বছর অনুপ্রেরণার কাজ করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বাংলাদেশে জাপানের মনোনীত নতুন রাষ্ট্রদূত Mr. Kimonori Iwama 'ইনভেস্টমেন্ট ফ্ল্যাশ মব' প্রোগ্রামটি উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি সকলকে শুভেচ্ছা জানান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সিনিয়র সচিব জনাব মাসুদ বিন মোমেন। তিনি বলেন, জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে এবং বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ও জাপানের সম্পর্ককে কম্প্রিহেনসিভ পার্টনারশীপে উন্নীত করেছেন। তিনি বাংলাদেশের মাতারবাড়ি তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র,মাতারবাড়ি সমুদ্রবন্দরসহ বিভিন্ন মেগা প্রজেক্টে জাপানের প্রত্যক্ষ সহায়তার কথা তুলে ধরেন। তিনি অর্থনৈতিক ও প্রাযুক্তিক সহায়তার জন্য জাপানকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আগামীতেও বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি বজায় থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং জাপানের বিনিয়োগকারীদের জন্য বাংলাদেশ সবসময় একটি বন্ধুসুলভ গন্তব্য হিসেবে থাকবে বলে জানান।

'ইনভেস্টমেন্ট ফ্ল্যাশ মব' অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা জনাব সালমান ফজলুর রহমান। তিনি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের উন্নয়ন এবং বিনিয়োগ সম্ভাবনাকে সঠিকভাবে তুলে ধরার কথা বলেন। জাপান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া প্রথম দেশগুলোর একটি উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও জাপানের সম্পর্ক এক বিশেষ সম্পর্ক, ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক। তিনি বলেন, জাপানের বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশে নিজের দেশের মত অনুভূতি পান, এখানে তারা কোন ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হন না ও নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারেন। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন ডিজিটাল বাংলাদেশে রুপান্তরিত হয়েছে এবং আগামীতে বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশে। তিনি ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের কথা বলেন এবং এক্ষেত্রে নানা চ্যালেঞ্জ এর বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি আগামীতেও বাংলাদেশের উন্নয়নে জাপানের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানান।

মোহাম্মদ রেজাউল করিম
নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র

Networking
DINNER

Chief Guest
Mr. Salman Fazlur Rahman, MP
Private Industry and Investment Adviser to the Hondrable Prime Minister
Special Guest
Masud Bin Momen
Foreign Secretary (Senior Secretary), Ministry of Foreign Affairs
Government of the People's Republic of Bangladesh
Chaired by
Professor Shibli Rubayat-Ul-Islam
Chairman, (Senior Secretary), Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC)
H.E. Mr. Shahabuddin Ahmed
Ambassador of Bangladesh to Japan
Networking
DINNER